প্রধানমন্ত্রীর খুলনায় আগমন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের জনসভা

প্রধানমন্ত্রীর খুলনায় আগমন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল চারটায় চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার চত্বরের পৌর মুক্ত মঞ্চে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক স্বপ্না খাতুন চিনির সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভীন।

সভার শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে জনসভা শুরু হয়। এরপর জনসভায় আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত আরও শক্তিশালি করার লক্ষ্যে ও আগামীতে আবারও নৌকা বিজয় করার লক্ষ্যে এ আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত আছে এবং আগামী নির্বাচনে আবারও আওয়ামী লীগের বিজয় করার লক্ষ্যে উপস্থিত মহিলা যুবলীগের সকল নেতাকর্মীদের সাথে আলোচনা করা হয়।

এর আগে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের কার্যালয়ে থেকে আনন্দ র্যালি করতে করতে মুক্ত মঞ্চে এসে মহিলা যুবলীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে উপস্থিত হোন সভার প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা এক আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশি চুয়াডাঙ্গা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভীন বলেন, প্রথমে জাতীয় চার নেতাসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করছি। আজ বাংলাদেশে অনেক উন্নয়ন হচ্ছে। বর্তমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার উন্নয়নের সরকার। আজ বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখতে হলে আবারও সবাই একজোট হয়ে নৌকাকে বিজয় করবো। আজকের চুয়াডাঙ্গা জেলা উন্নয়ন করতে চাই। আজ বাংলাদেশের মানুষ কেউ ক্ষুধার্ত নাই । আগামী বাংলাদেশের উন্নয়ন ও আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতিককে আবারও জয়যুক্ত করতে হবে। বার বার দরকার শেখ হাসিনার সরকার। উন্নয়নের সরকার শেখ হাসিনার সরকার। আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে ও৷বিএনপি-জামায়াতের অপশক্তি রুখতে চুয়াডাঙ্গা যুব মহিলা লীগ সবসময় মাঠে আছেন।

এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, বিরঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা মোমেনা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা মহিলা যুবলীগের সভাপতি পারুলা খাতুন, দামুড়হুদা মহিলা যুবলীগের সভাপতি সাহেদা খাতুন, আলমডাঙ্গা মহিলা যুবলীগের সভাপতি মনিরা খাতুন, জীবননগর মহিলা যুবলীগের সভাপতি কোহিনূর খাতুন, প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব মহিলা লীগের সকল নেতাকর্মী।

আলমডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়াতের আরো ১১ নেতাকর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ককটেল বিস্ফোরন ঘটিয়ে পালানোর সময় জামায়াত, বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের ১১ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) রাতে জেলার আলমডাঙ্গা আইলহাঁস ইউনিয়নের বলেশ্বরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অভিযানে গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর উত্তরপাড়ার বজলুল হকের ছেলে মহাবুল হক (৫৫), কামালপুর গ্রামের চরপাড়ার মৃত হাজী মোফাজ্জেল মন্ডলের ছেলে সাইদুর রহমান সাকের (৫৫),

আলমডাঙ্গা জহুরুলনগর গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে ইমাদুল হক একদুল (৫৫), আলমডাঙ্গা বুড়াপাড়া গ্রামের আসাদুল হকের ছেলে সাগর রহমান (৩৬), আলমডাঙ্গা বলেশ্বরপুর গ্রামের মৃত নুর মহাম্মদ বিশ্বাসের ছেলে সাইফুর রহমান (৪৪), আলমডাঙ্গা টাকপাড়া গ্রামের মৃত শাহাদৎ হোসেন মল্লিকের ছেলে আনোয়ার হোসেন মল্লিক (৪৫), আলমডাঙ্গা পাইকপাড়া ঘোলদাড়ী গ্রামের মৃত আওলাদ আলী মন্ডলের ছেলে আব্দুল ওহাব মাষ্টার (৫৮), আলমডাঙ্গা চরশ্রীরামপুর গ্রামের মৃত জোয়াদ আলী মন্ডলের ছেলে মঈন উদ্দিন (৫৮), আলমডাঙ্গা কয়রাডাঙ্গা মাঝেরপাড়া গ্রামের মৃত আজিজুল হকের ছেলে আলমগীর হোসেন (৪৫), আলমডাঙ্গা নারায়নপুর গ্রামের মৃত আইজুদ্দিন শেখের ছেলে

তাহাজুদ্দি (৫০), আলমডাঙ্গা শ্রীরামপুর গ্রামের মৃত মতলেবের ছেলে নাকিব উদ্দিন আহম্মেদ (৪৭)।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান, গোপন সংবাদে জানা যায় আলমডাঙ্গা বলেশ্বরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের ফাঁকা মাঠের দক্ষিন পাশের নতুন ভবনের সামনে ফাঁকা মাঠের মধ্যে বিএনপি এবং জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশ এর বহু সংখ্যক উশৃংখল নেতাকর্মী মারাত্নক অস্ত্র নিয়ে বিএনপি এবং জামায়াত ইসলামী এর কেন্দ্রীয় ঘোষিত ৪৮ ঘন্টার অবরোধ উপলক্ষ্যে আলমডাঙ্গা এলাকায় পিকেটিং ও নাশকতামূলক কাজ করাসহ, সরকারী স্থাপনা ধ্বংস, শান্তি প্রিয় জনসাধারণের জান মালের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অবৈধ অস্ত্র গুলি, বোমাসহ দেশীয় অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত স্থানে গোপন বৈঠক করছে। খবর পেয়ে রাতে পুলিশ গেলে, পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ককটেল বোমার বিস্ফোরন ঘটিয়ে দৌড়ে পালানোর সময় তাদের গ্রেফতার করা হয় এবং ঘটনাস্থল থেকে কালো স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো টিনের তৈরী জর্দ্দার কৌটার হাত বোমা সাদৃশ্য বস্তু ৮ টি, বিস্ফোরিত পদার্থের গন্ধযুক্ত লোহার জালের কাঠি ১০ টি, বিস্ফোরিত এবং বিস্ফোরক পদার্থের গন্ধযুক্ত ৩ টুকরা টিনের তৈরী জর্দ্দার কৌটার বিস্ফোরিত বোমার অংশ বিশে, ২২ টি বাঁশের লাঠি উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরো জানান, গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মুজিবনগরে জেল হত্যা দিবসে স্মৃতিসৌধ ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

মুজিবনগরে ৩রা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধ এবং বঙ্গবন্ধুর

প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পনকরে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন উপজেলা যুবমহিলালীগ ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগ।

দিবসটি উপলক্ষে শুক্রবার সকালে দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা যুবমহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন ও সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুনের নেতৃত্বে যুব মহিলা লীগ এবং উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মতিউর রহমান মতিন এবং সদস্য সচিব আইয়ুব হোসেনের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকলীগ মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে।

পরে সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় ১ মিনিট নিরবতা পালন এবং দোয়া করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা শাহ ওয়ালিউল্লাহ সোহাগ, আওয়ামী লীগ নেতা হাসানুজ্জামান লালটু, জহির উদ্দিন, বাগোয়ান ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক সোহাগ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি শাহজাহান সিরাজ দোলন, সম্পাদক লিংকন, মোনাখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আবু নাঈম ডালিম, সম্পাদক আলাউদ্দিনসহ যুব মহিলা লীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা কর্মীবৃন্দ।

দর্শনায় থানা বিএনপির সভাপতি হাসনাতসহ গ্রেফতার ৪

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় থানা বিএনপির সভাপতিসহ ৪ নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।জানাগেছে গতকাল বৃহস্পতিবার ২ নভেম্বর রাত থেকে আজ শুক্রবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান থেকে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমারসাহা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ জানায় তাদের ৪ জনকে নাশকতা পরিকল্পনাকারী ও নাশকতা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতহলো হলেন পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের মৃত ইছাহাক আলী মন্ডলের ছেলে দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত (৭১)দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর মৃত শাহাদৎ মন্ডলের ছেলে চুয়াডাঙ্গা জেলা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য ও সাবেক দর্শনা পৌর বিএনপির সাধারন সম্পাদক মহিদুল ইসলাম (৬১)দর্শনা কলেজ পাড়ার মৃত নুর আলী তরফদারের ছেলে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সদস্য ও দর্শনা থানা যুবদলের সদস্য কামরুল হুদা ওরফে সোহেল (৪৫),ও দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সুলতানপুর গ্রামের জামাতের রোকন মিরাজ উদ্দীনের ছেলে নাহিদ আলীকে (৪২)গ্রেফতার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে নাশকতা মামলায় গ্রেফতার করেছে।

আজ তাদেরকে নাশকতা মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

মুজিবনগরে জেল হত্যা দিবস পালন

৩ রা নভেম্বর স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ট সহচর মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক জাতীয় চার নেতার জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ।

শুক্রবার বিকেলে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতার সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন,
মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিবার রহমান মধু, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তাকিম ইসলাম খোকন কমান্ডার, জেলা মৎস্য লীগের সাধারণ সম্পাদক আসকার আলী, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজীব,সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক, উপজেলা ইয়াং বাংলার যুগ্ন আহবায়ক, যুবলীগ নেতা হাসানুজ্জামান লাল্টু, বাগোয়ান ইউনিয়ন ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ওয়ার্ড সদস্য রকিব উদ্দিন, ৪ নং ওয়ার্ড

আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আঃ সামাদ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা সকল ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী বৃন্দ। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মতিউর রহমান মতিন।

৩রা নভেম্বর জাতীয় ৪ নেতা সহ সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

মেহেরপুরে বিএনপি ও জামায়াতের ১০ নেতাকর্মী আটক

মেহেরপুরে নাশকতা প্রতিরোধ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিএনপি জামায়াতের ১০ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।

গত বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটকৃতরা হলেন- সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের সাবেক সেক্রেটারি জামাতুল ইসলাম বারাদি ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি আব্দুল খালেক, বিএনপি সদস্য রবিউল ইসলা, খায়রুল হোসেন, ইউনিয়ন যুবদলের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আলমগীর হোসেন।

গাংনী উপজেলার জোড়পুুকুরিয়া ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আরেফিন হোসেন, সাহারবাটি ওয়ার্ড যুবদলের সহসভাপতি আক্তারুল ইসলাম, গাংনী পৌর যুবদলের কোষাধাক্ষ্য জাকির হোসেন, গাংনী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি কর্মী বাচ্চু মন্ডল।

অপরদিকে, মেহেরপুর র্যাব ক্যাম্পের সদস্যরা মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মোস্তাফিজুর রহমানকে আটক করেছে। গতকাল রাতে এক প্রেস বিবৃতিতে র্যাব এ তথ্য জানিয়েছে।

গাংনীতে অবরোধ প্রতিরোধে সাগরের মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি জামাতের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ডা. এ এস এম নাজমুল হক সাগরের নেতৃত্বে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা ও শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী উপজেলার বামন্দি থেকে বাঁশবাড়িয়া পর্যন্ত প্রধান সড়কে এ শোভাযাত্রা করেন তিনি।

শোভাযাত্রায় প্রায় সাড়ে ৪ শতাধিক মোটরসাইকেলসহ কয়েকটি মাইক্রোবাস প্রদক্ষিণ করে গাংনী বাসস্ট্যান্ডের শহীদ রেজাউল চত্বরে গিয়ে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রাটি শেষ হয় ।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে নাজমুল হক সাগর বিএনপি ও জামায়াতের বিরুদ্ধে হরতাল অবরোধের নামে অগ্নি সন্ত্রাস নৈরাজ্যের প্রতিবাদে বক্তব্য প্রদান করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সেলিনা আক্তার বানু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, মটমুড়া ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ চঞ্চল, বামুন্দী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি জিয়ারুল হক, উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি রিপন, জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি শাহাজান আলী,

উপজেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি তরিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্না, মটমুড়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি লিখন সহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

আলমডাঙ্গায় জামায়াত-বিএনপির ১০ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

ককটেল বোমা ফাটিয়ে পালানো সময় জামায়াত-বিএনপির দশ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ । গতকাল বুধবার রাত ৮ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের শ্যামপুর-গোপীবল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের রোকন মোঃ শাহজান আলী (৪৩), জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোঃ মাগরিবুর রহমান (৪৮), আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মিনারুল ইসলাম (৪২), হারদি ইউনিয়ন জামায়াতের রোকন মোঃ জুবায়ের (৫৮),কুমারি ইউনিয়ন জামায়াতের সদস্য মোঃ নুর ইসলাম (৫৮), কালিদাসপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোঃ জামির আলী (৫৫), ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোঃ মেহেদী হাসান (৪৮), মোঃ হাবিবুর রহমান (৬৫), মোঃ আনারুল ইসলাম (৩৭), মোঃ মুরাদ আলী (৩৬)।

গ্রেপ্তারকৃত সকল আসামীরা জামায়াত-বিএনপির সক্রিয় সদস্য। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে নাশকতা পরিকল্পনার মামলাও রয়েছে।

পুলিশ জানায়, গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের শ্যামপুর-গোপীবল্লভপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সমবেত হন বিএনপি ও জামায়াত নেতাকর্মীরা। যানবাহন ভাঙচুর, বিদ্যুৎ অফিস ও খাদ্যগুদামে অগ্নিসংযোগ করে জনমনে আতঙ্ক ও অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির প্রস্তুতি নেন তারা। খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ককটেল বোমা ফাটিয়ে দৌড়ে পালাতে থাকেন নেতাকর্মীরা। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে জামায়াত-বিএনপির ১০ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এছাড়া অনেক নেতাকর্মীরা পালিয়ে যায়।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কালো স্কচটেপে মোড়ানো ৯ টি হাত বোমা, বিস্ফোরিত বোমার ৮ টি লোহার জালের কাঠি, দুই টুকরা বিস্ফোরিত বোমার টিনের অংশ, ১৮ টি বাঁশের লাঠি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১০ জন জামায়াত-বিএনপির নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিএনপির নৈরাজ্যের প্রতিবাদে কুষ্টিয়ায় তাঁতী লীগের বিক্ষোভ সমাবেশ

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী বলেছেন,দেশে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য করতে বিএনপি-জামায়াতের অগ্নি সন্ত্রাসীরা আবার মাথানাড়া দিয়ে উঠছে। তারা বিভিন্নস্থানে অরাজকতার সৃষ্টি করে দেশের উন্নয়নে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার(২ নভেম্বর) সকালে জেলা আওয়ামীলীগের কার্যালয়ের সামনে তাঁতীলীগের আয়োজনে বিএনপির অগ্নিসন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রতিবাদে মোটরসাইকেল র্যালী ও বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত আগামী জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন বানচাল করতে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তারা আগুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। তাদের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে আওয়ামী লীগসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এইসব আগুন সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত ও সোচ্চার আছে।

এরআগে জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারন সম্পাদক বিপুল হোসেনের নেতৃত্বে শহরতলীর বটতৈল থেকে মোটরসাইকেল র্যালী বের করা হয়। এটি শহরের

বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড় বাজার হয়ে জেলা আওয়ামীলীগের কার্যালয়ে এসে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়াও এ সময় দেশের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থীকে বিজয়ী করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন নেতৃবৃন্দ।

এ সময় তাঁতী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

শহর ছেড়ে সীমান্তে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র মিছিল

গ্রেপ্তার এড়ানোর কৌশল হিসেবে বিএনপি’র ডাকা অবরোধের তৃতীয় দিনে মেহেরপুর জেলা বিএনপি শহর ছেড়ে সীমান্তে অবরোধের সমর্থনে মিছিল করেছ।

আজ বৃহস্পতিবার ভোর ছয়টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা ইছাখালী পাকুড়তলা মোড় থেকে শতাধিক কর্মী সমর্থকের অংশগ্রহণে ঝটিকা মিছিলটি শুরু হয়ে প্রধান সড়ক সহ বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

এসময় মিছিলটি নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। মিছিল থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগ সহ অবরোধের প্রথম দুই দিনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির আটক নেতাদের মুক্তির দাবিতে স্লোগান দেয়া হয়।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে মাসুদ অরুণ মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, ‘মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয় ও আমার বাসভবন পুলিশ,ডিবি,ডিএসবি সহ বিভিন্ন গয়েন্দা সংস্থা কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে। ঘর থেকে বের হওয়া দূরের কথা, ঘরে অবস্থান করা নেতাকর্মীদের পুলিশ তুলে নিয়ে যেয়ে নুতন মামলাসহ অনেক পুরাতন মামলাতেও আটক দেখাচ্ছে। পুলিশ বিএনপি নেতাকর্মী আটকের যে পরিসংখ্যান দিচ্ছে সেটাতে অনেক চালাকীর আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে।

বিএনপির কেন্দ্র ঘোষিত অবরোধ কর্মসূচীর প্রথম দুই দিনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির ৫২ নেতাকে আটক করা হয়েছে। তাই বাধ্য হয়েই গ্রেফতার এড়াতে শহরের বাইরে কর্মসূচীর সমর্থনে আজকের এই ঝটিকা মিছিল।’

তবে, মেহেরপুর প্রতিদিনকে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নাশকতা ঠেকাতে ৩১ জনকে আটকের তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।